সম্প্রতি গুলশান লেক দখলে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে গুলশান লেক পাড়ের বাসিন্দারা একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বিরাট এরিয়া কে বা কারা রাতের আঁধারে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দখলে নিয়েছে

কাদের দখলে গুলশান লেক

রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

একটি দেশের রাজধানীর অভিজাত এলাকার পাশ ঘেঁষে দীর্ঘ একটি লেক। টলটলে স্বচ্ছ পানি। এমন একটি লেকের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং লেকটি নগরবাসীর বিনোদন ও রিক্রিয়েশন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এমন লেক যদি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হয় তবে তার অপমৃত্যু অপরিহার্য। আমাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত করবেন না যারা গুলশান লেকের দুরবস্থা দেখেছেন। মহাখালী থেকে শুরু করে গুলশান-১ হয়ে গুলশান-২ পর্যন্ত বিস্তৃত এ দীর্ঘ লেকের পুরোটাই দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান। কেউ বস্তিঘর করে কেউ পিলার অথবা সারি সারি বাঁশ দিয়ে ঘিরে দখলে নিয়েছেন লেকের বিভিন্ন অংশ। কেউ সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন কেউ দেননি।

তবে সম্প্রতি গুলশান লেক দখলে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগে গুলশান লেক পাড়ের বাসিন্দারা একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বিরাট এরিয়া কে বা কারা রাতের আঁধারে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দখলে নিয়েছে।

কোনো প্রমাণ দেখাতে না পারলেও স্থানীয় নবীন- প্রবীণ যারা লেকের জমি দখল-পাল্টা দখল সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন তারা সাপ্তাহিক ২০০০কে জোর দিয়ে বলেছেন, রাতের আঁধারে এ দখল কায়েম করেছেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা, ব্যাংক দখল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখলের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জনকারী বিতর্কিত ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামান বাবু।

যদিও আক্তারুজ্জামান বাবু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, এ দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

স্থানীয় নবীন- প্রবীণ যারা লেকের জমি দখল-পাল্টা দখল সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন তারা বলেছেন, রাতের আঁধারে এ দখল কায়েম করেছেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা, ব্যাংক দখল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখলের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জনকারী বিতর্কিত ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামান বাবু

গুলশান লেকের সাম্প্রতিক বেদখলকৃত অংশ *(জমির পরিমাণ প্রায় ১০ বিঘা)*

দখলের আগে এবং পরে

এক সময় বর্তমান গুলশান লেকের জায়গা ছিল নাল জমি। এখানে ধান চাষ হতো। ডিএনএ বাঁধ, রামপুরা বাঁধ এবং সর্বশেষ ইস্টার্ণ হাউজিংয়ের নিকেতন প্রকল্পের কারণে এই নিচু জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে লেকে রূপান্তরিত হয়। গুলশান লেক এলাকায় পৈতৃক সূত্রে জমির মালিক এমন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ২০০০কে জানিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে আইয়ুব সরকারের সময় গুলশান এলাকা একোয়ার করে ডিআইটি (রাজউক)।

কিন্তু এই হুকুম দখল করা জমির ৫০ ভাগ মূল্য পরিশোধ করেছিল ডিআইটি, বাকি মূল্য জমি মালিকদের অদ্যাবধি দেয়নি। তাই ওই জমির মালিকরা তাদের জমির দাবি ত্যাগ করেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমির পুরনো মালিকরা অনেকেই নামমাত্র মূল্যে জমি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেন। নতুন ক্রেতা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পিলার গেড়ে লেকের জমি দখলে নেয়।

সর্বশেষ লেকের যে বিশাল এলাকা দখল হয়েছে এই জমিটির মূল মালিক ছিলেন স্থানীয় কাজী মোল্লা এবং তার ভাইয়েরা। এলাকাবাসী প্রতিবেদককে বলেছেন, আক্তারুজ্জামান বাবু মালেক গাজী নামে এক ব্যক্তির নামে ভুয়া নিলাম ক্রয়ের কাগজপত্র তৈরি করে তা আবার নিজে কিনেছেন। এরপর রাতের আঁধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন।

এই জমিটির মালিকানা দাবি করছেন আরেক ব্যবসায়ী টঙ্গী ন্যাশনাল ফ্যান কোম্পানির মালিক এসএম শফিকুর রহমান। তিনি দাবি করছেন, ক্রয়সূত্রে এই জমির মালিক তিনি। এ ব্যাপারে আদালতেও একটি মামলা রয়েছে। এই দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতা চলছে কে লেকের এই অংশ দখলে নেবে।

লেকের ঠিক মাঝখানে অবৈধ বস্তি (উপরে), এভাবেই নষ্ট হচ্ছে লেকের পানি ও পরিবেশ

মাছ চাষের নামে স্থানীয় কমিশনার বাঁশ দিয়ে ঘিরে দখল করেছেন বিরাট এলাকা

ঢাকা মাস্টার প্ল্যানে গুলশানের এই লেক ছাড়াও বনানী ও বারিধারা লেককে সুনির্দিষ্টভাবে উন্মুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা রাজউকের চেয়ারম্যানের দপ্তরে একাধারে ৩ দিন কয়েকবার করে ফোন করেছি এবং দু'দিন স্বশরীরে গিয়েও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। চেয়ারম্যানের পিএস সাঈদ বারবার বলেছেন, স্যার মিটিংয়ে অথবা বাইরে আছেন। আপনারা ল্যান্ড সেকশনে কথা বলেন। তারপর ল্যান্ড সেকশন থেকে বলা হয় নকশা সেকশনের কথা। নকশা সেকশনে গিয়ে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করেও সে সেকশনের প্রধানকে পাওয়া যায়নি। অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানান, স্যার ছাড়া আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না।

সে যাই হোক রাজউক পূর্ত মন্ত্রণালয়,

কোনো কোনো দখলদার এভাবেই লাগিয়ে রেখেছেন মালিকানা সাইনবোড

পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পো-রেশনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর গাফিলতির কারণে নগরীর পরিবেশ এবং সৌন্দর্য রক্ষায় মহামূল্যবান এ লেকগুলো দখল হয়ে গেছে। পরিবেশ আইনজীবীদের সংগঠন বেলা এই দখল ও দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছে।

আরো যারা দখলদার

আমরা নৌকা নিয়ে গুলশান লেকের পুরো এলাকা ঘুরে দেখিছি, উপস্থিত লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এতে লেকের জমি দখলদারদের এক দীর্ঘ তালিকা পাওয়া গেছে।

তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন- ঢাকা সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজ, ময়মনসিংহের সম্ভুগঞ্জের এনায়েতপুরী পীরের ছেলে খাজা সাঈফউদ্দিন, মহাখালীর ব্যবসায়ী নূর মহাম্মদ মুন্সি, গোলাম কিবরিয়া, গুলশান-১-এর কলাপাতা হোটেলের মালিক আয়ুব খান, ডা. হাবিবুল্লাহ খান এবং মোঃ রুহুল আমিন প্রধান গং।

মাছ চাষ করছেন কমিশনার

স্থানীয় ২০ নং ওয়ার্ডের কমিশনার এবং বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ পুরো গুলশান লেকে মাছ চাষ করেছেন। মাছ চাষ করার নামে লেকের মহাখালী অংশের একটি বড় অংশ বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন।

নির্বিঘ্নে মাছ চাষ করার জন্য তিনি স্থানীয় কিছু লোককে তার পার্টনার হিসেবে রেখেছেন। পোনা ছাড়ার জন্য তিনি তাদের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে লেকের মাছ ধরা হয়েছে। এ সময় ২০ লাখ টাকার মাছ বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি অংশীদারদের কোনো টাকা দেননি বলে জানা গেছে।

এভাবে দখলদার, অবৈধ বস্তি অবৈধ মাছ চাষ এবং ময়লা-আবর্জনায় ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে গুলশান লেকের পরিবেশ। এই লেক রক্ষায় উদ্যোগ না নিলে অচিরেই এর অপমৃত্যু হবে ।

গুলশান লেককে কেন্দ্র করে একটি বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। লেকের চারদিকে রাস্তা তৈরি করে পাড়ের উন্নয়ন করে ভাসমান রেস্টুরেন্ট এবং বোর্ডিং ফ্যাসেলিটি তৈরি করে একে একটি আকর্ষণীয় বিনোদন ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

এ উন্নয়নের দায়িত্ব চুক্তিভিত্তিতে কোনো বেসরকারি কোম্পানি-কেও দিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**